



175216 - যবে ব্যক্তিত্ব ধরৈয় হারিয়ে যনো করতচে চায়

প্রশ্ন

আমি যনো করতচে চাই! আমি আর নিজেকে সামলাতচে পারছি না। দশ বছর যাবৎ ধরৈয় ধরচে আছি। আলহামদু ললিলাহ আমি নামায পড়ি, রোজা রাখি। কনিত্তু যখনই আমি কোন ময়েকে বয়িরে প্রস্তুতব দই বয়িচে ভঙেগে যায়। আমি যনো করতচে চাই! আমি যনো করতচে চাই! আমি দোয়া করি; কনিত্তু দুআ কবুল হয় না। আমি কি করব? আমি আর পারছি না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

আপনি আমাদরে সাথে যমেন স্পষ্টবাদী হয়ছেন আমরাও আপনার সাথে স্পষ্টবাদী হব। আপনি কি আমাদরে কাছে এজন্য মহেল করছেন যচে, আমরা আপনাকে যনো করার অনুমতি দবি?! আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার জন্য কাউকে অনুমতি দয়ার অধিকার তচে আমাদরে নই। নাকি আপনি চাচ্ছেন যচে, আমরা আপনাকে ব্যভচার বধে বলে ফতয়ো দবি?! কোন মুসলমানরে পক্ষে এ ফতয়ো দয়ো সম্ভব নয়। যনো কবরি গুনাহ। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতই যনোর শাস্তি বত্রেঘাত ও পাথর নকিষেপে হত্যা নরিধারণ করছেন এবং এ গুনাহর সাথে সংশ্লিষ্ট বশে কিছু বধান আরোপ করছেন। যমেন- যনোকারী তওবা না করা পর্যন্ত তাকে বয়িচে করতচে দয়ো হবচে না। এ গুনার কারণে আখরোতে যন্ত্রণাদায়ক কঠনি শাস্তরি হুমকি দয়িছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সচে শাস্তরি কিছু বরণনা উল্লেখ করছেন: আল্লাহ তাআলা জাহান্নামরে একটি চুল্লতিচে ব্যভচারী নর-নারীকে উলঙ্গ অবস্থায় একত্রতি করবনে। সখোনে জাহান্নামরে আগুন তাদরেকে পোড়ানচে হবচে। তাদরে বকিট শব্দ শুনা যাবে। অতএব, যচে ব্যক্তিত্ব যনো করতচে চায় আমাদরে কাছে তার জন্য অনুমতি নই। আমাদরে কাছে যনো বধে মর্মে কোন ফতয়ো নই।

দুই:

আগই বলেছি আমরা আপনার সাথে স্পষ্টবাদী হব, আপনি যমেন আমাদরে সাথে স্পষ্টবাদী হয়ছেন। ধরুন, আপনি যচে কঠনি ও কষ্টকর পরিস্থিতিরি মধ্যচে আছেন -আল্লাহ না করুন- আপনার বনে বা মা যদি সচে অবস্থার মধ্যচে পড়ে এবং আপনি যা করতচে চাচ্ছেন তারাও তা করতচে চায় তখন তাদরে এই চাওয়ার ব্যাপারে আপনার মতামত কি হবচে?! আমরা আপনার উত্তর জানি; সুতরাং উত্তর দয়ার প্রয়োজন নই। আমরা শুধু এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতচে চাচ্ছি- আপনি যা করতচে



চাচ্ছনে সটো কত বড় জঘন্য।

আচ্ছা এ প্রসঙ্গ বাদ দনি; অন্য প্রসঙ্গে আসুন। এ বর্শিবে এমন কত যুবক আছে যারা যনো করতে চাচ্ছে। হতে পারে তাদের অনেকে – আপনার মত- সম্ভ্রান্ত। হতে পারে সেও এমন কঠনি ও কষ্টকর অবস্থা সহিত পারছে না। সেও যনো করতে চাচ্ছে এবং সে যে মহিলার সাথে যনো করতে চাচ্ছে – আল্লাহ না করুন- সে আপনার বোন অথবা আপনার মা। আপনি তখন কি বলবেন?! আমরা আপনার উত্তর জানি; সুতরাং উত্তর দয়ার প্রয়োজন নহে। জনে রাখুন, আমরা যদি আপনাকে যনো করার অনুমতি দিই এর অর্থ হলো আমরা আপনার বোন ও মায়ের জন্মযে যনো করার অনুমতি দিলাম। আমরা যদি আপনাকে যনো করার অনুমতি দিই এর অর্থ হলো আমরা মানুষকে আপনার বোন ও মায়ের সাথে যনো করার অনুমতি দিলাম। ইসলামের মত পবিত্র শরিয়তে যা হওয়া অসম্ভব। আপনার বোন ও মায়ের ইজ্জত ইসলামী শরিয়তের মাধ্যমে সুরক্ষিত। আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধানের মাধ্যমে সংরক্ষিত। যে ব্যক্তি এ ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করবে সে দুনিয়া ও আখরোতে এর সাজা পাবে। আপনি দখেলনে তো ইসলামী শরিয়া কভিবে আপনার পরিবারের ইজ্জত-আব্রুর হফেযত নশ্চিত করছে। সুতরাং আপনি কভিবে প্রত্যাশা করেন যে, আমরা আপনাকে অন্য নারীদের ইজ্জত কলঙ্কিত করার অনুমতি দিবি এবং বলব, ঠিক আছে যনো করুন; অসুবিধা নহে!! আমরা আপনার সামনে যে উদাহরণটি তুলে ধরলাম সটো সর্বশ্রেষ্ট মানুষ, সর্বোত্তম ব্যক্তি, যনি আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি জাননে, নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উল্লেখ করছেন। যখন এক যুবক এসে তাঁর কাছে যনো করার অনুমতি চাইল তখন তিনি তাকে বললেন, তুমি কি তোমার মায়ের জন্ম এটা পছন্দ করবে? তুমি সটো তোমার বোনের জন্ম পছন্দ করবে? আমরা আশা করব, আপনি সচতেনভাবে অনুধাবন করবেন যে, আমরা যে উদাহরণটি পশে করছি এর মাধ্যমে শুধু আপনি যা করতে চাচ্ছনে সে বিষয়টির কদর্যতা তুলে ধরা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ ইচ্ছা হলই মানুষের ইজ্জত হরণ করা বধৈ নয়। বরং তা পবিত্র শরিয়তের মাধ্যমে সংরক্ষিত। পূর্বোক্ত হাদিসটির পরিপূর্ণ ভাষ্য ও এ হাদিস বিষয়ক আরো কিছু সুন্দর কথা 52467 নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি: প্রিয় ভাই, আপনি কি ভাবছেন যনো করার মাধ্যমে যটন উপভোগ করে আপনি প্রশান্তি পাবেন – আল্লাহ আপনাকে এ গুনাহ দূরে রাখুন ও পবিত্র রাখুন?! যদি আপনি এমনটি ভবে থাকেন তাহলে মহা ভুলের মধ্যে আছেন। বরং যনোতে লিপ্ত হওয়া মানে দেহ, মন ও দ্বীনদারির উপর অতি তিক্ত কিছু পরিণামের দুয়ার খোলা। যনো হচ্ছ- দ্বীনদারির হ্রাস, তাকওয়ার বলিপ্তি, ব্যক্তিত্বেরে বচিযুতি, আত্মসম্মানের স্বলন, খয়োনত, লজ্জাশীলতার হ্রাস, আল্লাহর নজরদারির অনুভূতহীনতা, হারামের ব্যাপারে বপেরোয়া ইত্যাদি মন্দরে মূল। যনো অবধারণি করে দেয়: আল্লাহর অসন্তুষ্টি, চেহোরায় কালি পড়া ও নশ্প্রভ হওয়া, অন্তর মরে যাওয়া ও নূর চলে যাওয়া, হৃদয় সংকীর্ণ হওয়া ইত্যাদি। আমরা 20983 নং প্রশ্নের জবাবে এ পরিণামগুলো পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরছি। সে উত্তরটি পড়তে পারেন। ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) এর ‘রওদাতুল মুহবিবীন’ কভিবে থেকে আমরা এ বিষয়গুলো উদ্ধৃত করছি।

চার:



প্রিয় ভাই, আসুন আপনাকে জিজ্ঞাসে করি- আপনি নামায রোজা কবে করেন? যদি তা এ কারণে করে থাকেন- এটাই আপনার প্রতিধারণা- য়ে, আল্লাহ আপনার উপর নামায পড়া ও রোজা রাখা ফরজ করছেন এবং এ দুটো বর্জন করা হারাম করছেন। তাহলে আমরা আপনাকে বলব, অনুরূপভাবে আল্লাহ আপনার উপর আপনার যোনোঙ্গ হফেযত করাকে ফরজ করছেন এবং যনো করা হারাম করছেন। আমরা এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহে করিনি য়ে, আপনি বিশ্বাস করেন- আল্লাহ আপনাকে নামায আদায়কালে দেখতে পাচ্ছেন। এ কারণে আপনি প্রশান্তচিত্তে বনিম্রভাবে নামায আদায় করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম য়েভাবে শিক্ষা দিয়েছেন সয়েবে নামায পড়নে। ঠকি তমেনি আপনি যখন যনো করবনে তখনও তয়ে আল্লাহ আপনাকে দেখবনে! য়েহেতু আপনার ঈমান আপনাকে দিয়ে সুন্দরভাবে নামায আদায় করায় তাই আমাদের ধারণা আপনার সয়ে ঈমান আপনাকে যনো থেকেও বরিত রাখবে। কারণ আমরা আপনার প্রতিভাল ধারণা পয়েষণ করি। আমরা মনে করি, আপনি জাননে য়ে, এটি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা নয়; অথচ আল্লাহ আপনাকে ইসলামরে নয়োমত দান করছেন। আপনাকে স্বাস্থ্য ও সুস্থতা দিয়েছেন। এ মহান নয়োমতগুলয়ের শুরুরিয়া এভাবে করতে হয় না।

পাঁচ:

আপনার হয়তো স্মরণে নেই য়ে, আপনি য়ে কঠনি ও কষ্টকর অবস্থার মধ্যয়ে আছেন যদি এতে সবার করেন তাহলে আপনি সওয়াব পাবনে। মুমনিরো তয়ে মুসবিতরে সময় ধরৈয ধারণ করে থাকে এবং আনন্দরে সময় আল্লাহর শুরুরিয়া আদায় করে থাকে। মুমনি ছাড়া অন্য কয়ে এটা করে না। মুসবিতয়ে ধরৈয রাখতে, আনন্দকালে শুরুরিয়া আদায় করে। য়েদেনি আপনি আপনার রবরে সাথে সাক্ষাৎ করবনে সয়েদেনি আপনি আপনার আমলনামায় এর সর্বয়েত্তম পুরস্কার পাবনে, ইনশাআল্লাহ। আপনি 71236 নং প্রশ্নয়েত্তরটি পড়তে পারনে। সয়েখনে বপিদ মুসবিতয়ে মুমনিরে অবস্থান তুলে ধরায় হয়েছে।

ছয়:

আপনার হয়তো স্মরণে নেই য়ে, আপনার দুআ বফিলে য়য়নি। আপনি য়ে তাগদি দিয়ে বলছেন আপনার দুআ কবুল হয়নি এটা আপনার ভুল। দুআ কবুলরে তনিটি অবস্থা হতে পারে। এক, আপনি য়া চয়েছেন সাথে সাথে আল্লাহ সয়েটো দিয়ে দেয়ো। দুই, দুআ অনুপাতে আপনার বাল্য-মুসবিত দূর করে দেয়ো। তনি, আপনাকে আখরয়েতে সওয়াব দেয়ো, আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎরে দনি আপনি তা দেখবনে। কনিতু আপনি ভবেছেন দুআ কবুল হওয়া মানে- আপনি য়া তলব করছেন শুধু সয়েটো দিয়ে দেয়ো। তাই আপনি বলছেন, আল্লাহ আপনার দুআ কবুল করেননি। নঃসন্দেহে এটি আপনার ভুল ধারণা। বান্দা কর্তৃক আল্লাহর কাছে দুআ করাটা একটি মহান ইবাদত। দুআর মাধ্যমে বান্দা স্রষ্টির কাছে তার দীনতা, হীনতা তুলে ধরে। শয়তান সর্বদা চেষ্টা করে বান্দাকে দুআ থেকে বম্মিখ রাখতে। তাই সয়ে বান্দার অন্তরে অবলিম্বে তার মাকছাদ পূরণ হওয়ার বাসনা ঢুকিয়ে দেয়। ফলে সয়ে বরিক্ত হয়ে দুআ ছড়ে দেয়।

ইবনে বাত্‌তাল (রহঃ) বলেন: জনকৈ আলমে বলেন: বান্দা তখন দুআর প্রতিদিন অবলিম্বে পতে চায় যখন দুআর উদ্দেশ্য



হয়: প্রার্থনার মাকছাদ অর্জন। ফলে মাকছাদ অর্জতি না হলে দুআ চালিয়ে যাওয়াটা তার জন্য কঠিন হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে বান্দার দুআ করার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত: আল্লাহকে ডাকা, তার কাছে চাওয়া, সর্বদা নিজেরে দনৈয়তা প্রকাশ করা, কখনো দাসত্বেরে বশেষ্ট্য ও আলামত পরতিয়াগ না করা, আদশে ও নষিধেরে অনুগত থাকা।[শারহ সহহি মুসলামি (১০/১০০)]

দুআ কবুলেরে শর্তগুলো জানতে 13506 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ কবুল হওয়ার প্রতবিন্দকতাগুলো জানতে 5113 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ করার আদব বা শষিটাচারগুলো জানতে 36902 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

দুআ কবুল হওয়ার সময় ও স্থানগুলো জানতে 22438 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ুন।

সাত:

এই বসিতারতি আলোচনার পর আমরা যনে আপনাকে বলতে শুনছি, “আমি যনো করতে চাই না”। আমরা আপনার ব্যাপারে এই ধারণাই পটোষণ করি। প্রকৃতপক্ষে যনো করার অনুমতির জন্য আপনি আমাদের কাছে ইমহেল করেননি। অথবা আমরা আপনাকে যনো করা জায়যে ফতওয়্যা দবি সতে উদ্দেশ্যে প্রশ্নটি পাঠাননি। যহেতে আপনি জাননে যতে, সহে অধিকার আমাদের নহে। যদি আপনি যনো করতেহে চাইতনে তাহলে আমাদেরকে ইমহেল না করহে যনো করে ফলেতনে। কারণ আমরা তটো আর আপনাকে পর্যবকেষণতে রাখতে পারছি না বা আপনি আমাদের কর্তৃত্বাধীনও নন যতে, আমাদের কাছ থেকে অনুমতি নবিনে। কনিতু আমরা নশিচতি যতে, আপনি যতে মুসবিতরে মধ্যতে আছনে আপনি আপনার ভাইদরে কাছে সতে ব্যাপারে অভযিগে করতে চয়েছনে এবং আপনি চয়েছনে আপনার ভাইয়রো যনে আপনাকে এমন কিছু নসীহত, দকিনরিদশেনা ও উপদশে দয়ে যাততে আপনি যনো না করেনে। আমরা সতে দায়তিব নযিগে আপনার পাশতে দাঁড়ালাম। দরৌতে বযিরে যতে পরীক্ষার মধ্যতে আপনি আছনে এ অবস্থায় আমরা আপনাকে ধরৈয় রাখার উপদশে দচ্ছি। এ দীর্ঘ বছর ধরতে দ্বীনদারি ও আত্মসম্মান হফোযত করতে পারায় আমরা আপনাকে শুভচ্ছো জানাচ্ছি। আমরা বশি্বাস করি আপনি যদি আপনার রবরে সাহায্য চান তাহলে আপনি এর চয়েতে কঠনি পরসিথতিতেও আপনার দ্বীনদারি ও আত্মসম্মান রক্ষা করতে পারবনে।

আমরা আপনাকে আল্লাহর রহমত থেকে নরিশ না হওয়ার উপদশে দচ্ছি এবং সৎ পাত্রী খুঁজে পতে আরটো জটোর প্রচেষ্টা চালাবার পরামর্শ দচ্ছি। নকে আমলরে মাধ্যমতে আপনার রবরে সাথে সম্পর্ক ঘনষিঠ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যনে ঈমানকে আপনার কাছে প্রযি করে দনে, সুশোভতি করে দনে। কুফর, পাপ, অবাধ্যতাকে আপনার কাছে নিন্দনীয় করে দনে। আপনাকে সুপথপ্রাপ্তদরে অন্তর্ভুক্ত করে ননি। আমরা আশা করব আপনি 20161 নং প্রশ্নোত্তরদ্বয়ও পড়বনে।



আল্লাহই উত্তম তাওফিকদাতা।